প্রধান মন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা সংক্রান্ত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী:

প্র: ১। প্রকল্পটির বৈশিষ্ট কী?

প্রকল্পটি এক বছরের জীবন সুরক্ষার জন্য লাগু থাকবে এবং এই সুরক্ষা যে কোনও কারণে মৃত্যুর জন্য প্রযোজ্য।

প্রতি বছর প্রকল্পটি পুনর্ণবিকরণ করা যাবে।

প্র: ২। প্রকল্পটিতে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে এবং প্রিমিয়াম কত হবে?

বীমা কারীর যে কোনও মৃত্যুর জন্য টা: ২,০০,০০০/- (টা: দুই লক্ষ মাত্র) প্রদান করা হবে। প্রত্যেক বীমা কারীর জন্য প্রিমিয়ামের পরিমাণ বছরে টা: ৩৩০/-।

প্র: ৩। কী ভাবে প্রিমিয়াম প্রদান করা হবে?

নথিভুক্তিকরণের জন্য বিমাকারীর এককালীন ঘোষণাপত্রের সাপেক্ষে তার সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতি বছর এক লপ্তে কেটে নেওয়া হবে।

বিমাকারীএককালীন সম্মতি দিতে পারে যাতে প্রতি বছর তার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হবে যতদিন প্রকল্পটি চালু থাকবে। যদি প্রকল্পটিতে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোনও পরিবর্তণ করা হয় সেটাও বিমা কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

প্র: ৪। প্রকল্পটির সুবিধা প্রদান ও পরিচালনা করার দায়িত্ব কার ?

ভারতীয় জীবন বীমা নিগম (Life Insurance Corporation of India) অথবা অন্যান্য জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংক যৌথভাবে প্রকল্পটি পরিচালনা করবে।

অংশগ্রহণকারী ব্যাংক তাদের পছন্দমত বীমা কোম্পানীর সঙ্গে প্রকল্প রুপায়নের জন্য যোগদান করতে পারে।

প্র: ৫। প্রকল্পটিতে কে কে অংশগ্রহণ করতে পারবে ?

ব্যাংকে সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে (একক বা যৌথভাবে)এমন যে কোনও ব্যক্তি যার বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে, এই প্রকল্পে অংশগ্রহ করতে পারবে।

যদি কোনও ব্যক্তির এক বা একাধিক ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকে, সে শুধু মাত্র একটি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এই প্রাকল্পটির সাথে যুক্ত হাতে পারে ।

প্র:৬। প্রকল্পটিতে নথিভুক্তিকরণের সময়সীমা ও পদ্ধতি কী?

প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পটি ১লা জুন ২০১৫ থেকে ৩১শে মে ২০১৬ পর্যন্ত বলবত্ থাকবে এবং তার জন্য ৩১শে মে ২০১৫ মধ্যে অটো –ডেবিটের সময়সীমা ধার্য ছিল । এই সময়সীমা বর্তমানে

৩১শে আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে । ৩১শে মে ২০১৫ তারিখের পর যারা এই প্রকল্পে যোগদানের জন্য আবেদনপত্র জমা দেবে তাদের পুরো বাৎসরিক প্রিমিয়াম এবং সুস্বাস্থের শংসাপত্র দিতে হবে।

বীমাকারীরা পরবর্তী বছরগুলিতে এই প্রকল্পটি চালু রাখতে চাইলে প্রতি বছর ৩১শে মে তারিখের মধ্যে অটো–ডেবিটের সম্মতিপত্র দিতে হবে। কেউ যদি এই নির্ধারিত তারিখের পর বীমা প্রকল্পটি পুনর্ণবিকরন করতে চায় সেক্ষেত্রে তাকে পুরো বাৎসরিক প্রিমিয়াম এবং সুস্বাস্থের শংসাপত্র দিতে হবে।

প্র: ৭। প্রাথমিক বছরে প্রকল্পটিতে যোগদানে ব্যর্থ হলে ব্যক্তিবিশেষ কী পরবর্তী বছরে যোগ দিতে পারবে ?

হ্যাঁ, সুস্বাস্থের অধিকারি এই মর্মে স্বঘোষিত শংসাপত্র এবং প্রিমিয়াম প্রদান করে পরবর্তী বছরে যোগ দিতে পারবে। নতুনভাবে বিবেচিত হওয়া ব্যক্তি ভবিষ্যতে এই প্রকল্পে একইভাবে যোগদান করতে পারবে।

প্র: ৮। যদি কোনও বিমাকারী এই প্রকল্প থেকে একবার বেরিয়ে আসে তাহলে সে কী ভবিষ্যতে পুনরায় যোগদান করতে পারবে?

যে কোনও বিমাকারী এই প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসার পর ভবিষ্যতে যে কোনও বছরে সে পুনরায় যোগদান করতে পারে। এর জন্য তাকে বার্ষিক প্রিমিয়াম এবং সুস্বাস্থের স্বঘোষিত শংসাপত্র দিতে হবে।

প্র: ৯। বীমা মাষ্টার পলিসি কার নামে থাকবে ?

বীমা মাষ্টার পলিসি অংশগ্রহনকারী ব্যাংকের নামে থাকবে।

একটি সহজ এবং গ্রাহকবান্ধব প্রশাসন ও দাবী নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া, বীমা প্রতিষ্ঠান এবং অংশগ্রহনকারী ব্যাংকের আলোচনার মাধ্যমে চুড়ান্ত হবে ।

প্র: ১০। কখন জীবন বিমাকৃত সদস্যের জীবন বীমা কভারেজ বিনষ্ট হতে পারে?

ক) বিমাকারী ৫৫ বছরে উপনীত হলে, যদি সে বাত্সরিক পুনর্ণবিকরন করে (কিন্তু এই প্রকল্পটিতে প্রথমবার ৫০ বছরের পর অংশগ্রহণ করতে পারবে না।)

খ) বিমাকারীর সেভিংস অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে গেলে অথবা ওই অ্যাকাউন্টে প্রিমিয়াম প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকলে।

গ) কোনও বিমাকারীর একাধিক অ্যাকাউন্ট থাকলে এবং ভুলক্রমে বীমা প্রতিষ্ঠানের নিকট একাধিক প্রিমিয়াম জমা হলেও জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় অর্থ টা: ২,০০,০০০/- (টা: দুই লক্ষ মাত্র)-তে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং অধিক জমা প্রিমিয়াম অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে।

প্র: ১১। বীমা কোম্পানী এবং ব্যাংকের ভূমিকা কী হবে ?

ক) ভারতীয় জীবন বীমা নিগম (LICI) অথবা অন্য কোনও জীবন বীমা কোম্পানী যে ব্যাংক/ ব্যাংকগুলির সাথে যৌথভাবে এই প্রকল্পটি রুপায়িত করতে ইচ্ছুক শুধু তারাই এই প্রকল্পটি রূপায়িত করতে পারবে।

খ) অংশগ্রহনকারী ব্যাংকের দায়িত্ব হল আবেদনকারীর অ্যাকাউন্ট থেকে বার্ষিক প্রিমিয়াম একবারে অটো-ডেবিটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কেটে নেওয়া এবং বীমা কোম্পানীর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া।

গ) অংশগ্রহনকারী ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে নথিভুক্তকরণের আবেদনপত্র/ অটো-ডেবিটের সম্মতিপত্র/ ঘোষণা এবং সম্মতিপত্র (নির্দিষ্ট প্রোফরমা অনুযায়ী) সংগ্রহ করবে এবং জমা রাখবে। ক্লেম-এর ক্ষেত্রে LICI বা বীমা কোম্পানীর এটি প্রয়োজন হতে পারে এবং তা চাওয়ার অধিকার থাকবে।

প্র: ১২। প্রিমিয়ামের টাকা কী ভাবে বন্টন হবে ?

ক) LICI বা বীমা কোম্পানীকে বীমা প্রিমিয়াম-বার্ষিক টা: ২৮৯/- প্রতি গ্রাহকের জন্য,

খ) ব্যাংক মিত্র/ মাইক্রো/ কর্পোরেট/ এজেন্ট কে প্রদেয় - বার্ষিক টা: ৩০/- প্রতি গ্রাহকের জন্য,

গ) অংশগ্রহনকারী ব্যাংকের এই সংক্রান্ত খরচ বাবদ প্রদেয় -বার্ষিক টা: ১১/- প্রতি গ্রাহকের জন্য।

প্র: ১৩। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বীমাভূক্তি কী গ্রাহকের অন্য বীমা প্রকল্পের অতিরিক্ত হবে?

হ্যাঁ, অন্য জীবন বীমা প্রকল্প থাকলেও এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করা যাবে।

প্র: ১৪। যৌথ অ্যাকাউন্ট-এর(জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট) সকল সদস্যই কী ওই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারবে ?

হ্যাঁ। যৌথ অ্যাকাউন্ট-এর সকল সদস্যই এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারবে, যদি প্রত্যেকে এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য বিবেচিত হয় এবং প্রত্যেকেই বার্ষিক প্রিমিয়াম টা: ৩৩০/- দেয় ।

প্র: ১৫ । অনাবাসী ভারতীয়রা কী এই প্রকল্পটির অধীনে সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন?

যে কোনও অনাবাসী ভারতীয় যার ভারতবর্ষে যে কোনও ব্যাংকের শাখায় অ্যাকাউন্ট আছে এবং এই প্রকল্পের অন্যান্য শর্ত পূরণ করতে পারে সে এই প্রকল্পের অধীনে আসতে পারে । কিন্তু ক্লেম হলে বীমা কোম্পানী ভারতীয় মুদ্রায় নির্ধারিত ব্যক্তি/নমিনীকে দেবে।

প্র: ১৬। কোন কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্টগূলি এই প্রকল্পের আওতায় আসবে?

সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা (প্রতিষ্ঠান সমূহের অ্যাকাউন্ট ব্যতীত) এই প্রকল্পটি তে যোগদান করতে পারেন।

প্র: ১৭। প্রকল্পটি কী প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন ভূমিকম্প, বন্যা বা ভূ-বিপর্যয় জনিত মৃত্যু বা শারীরিক অক্ষমতাকে সুরক্ষা প্রদান করে ? প্রকল্পটি কী আত্মহত্যা বা হত্যাজনিত মৃত্যুকে সুরক্ষা প্রদান করে ?

এই প্রকল্পটি বীমাকারীর উপরোক্ত যে কোনও প্রকারের মৃত্যুকেই সুরক্ষা প্রদান করে।

প্র: ১৮। এই প্রকল্পটি কি বিদেশী বীমা কোম্পানীর মাধ্যমে রুপায়িত হয় ?

ভারতে কোনও বিদেশী বীমা কোম্পানী সরাসরি ব্যবসা করে না । ভারতীয় বীমা আইন এবং IRDA Regulations অনুযায়ী কয়েকটি বিদেশী কোম্পানী ভারতীয় কোম্পনীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বীমা ব্যবসা করতে পারে, কিন্তু বিদেশী কোম্পনীদের বিনিয়োগের অংশ সর্বাধিক ৪৯ শতাংশ হয়।

প্র: ১৯। অন্য কোনও জীবন বীমা প্রকল্পের ক্ষেত্রে বীমা কারীর মৃত্যু না হলে মেয়াদ শেষে বিমাকারীকে সারেনডার ভ্যালু বাবদ টাকা দেওয়া হয় কিন্তু PMJJBY-প্রকল্পের মাধ্যমে কেন কেবল মাত্র বীমা কারীর মৃত্যু হলেই তার নমিনীকে বিমাকৃত রাশি দেওয়া হয় ?

PMJJBY-প্রকল্পটি শুধুমাত্র বিমাকারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং সেই কারণেই বীমাকারীর নমিনীকেই বীমা রাশির সুবিধা দেওয়া হয়। এই প্রকল্পটি একটি শুদ্ধ মেয়াদী বীমা যোজনা যা শুধু মাত্র মৃত্যুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং এক্ষেত্রে প্রিমিয়ামে বিনিয়োগের কোনও অংশ নেই। সেইজন্য এই প্রকল্পের প্রিমিয়াম অন্যান্য জীবন বীমা যোজনা যেখানে ম্যাচুরিটি বেনেফিট, সারেন্ডার ভ্যালু লব্ধ হয় তার তুলনায় অনেক কম । এই প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষ জনের জীবনবিমা সুরক্ষার জন্য। সেই জন্য বিনিয়োগের অংশ বাদ দিয়ে প্রিমিয়ামের হার কম রাখা হয়েছে ।

প্র: ২০। এই প্রকল্পটি ব্যাপক হারে এবং নিবিড় ভাবে রুপায়িত হওয়ার ফলে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি যারা ভারতীয় কোম্পানীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করছে তারা কি বিপুলভাবে আর্থিক লাভ করবে ?

শুধূমাত্র ভারতীয় বীমা কোম্পানীগূলি (বীমা আইন অনুযায়ী) ভারতবর্ষে বীমা ব্যবসা করতে পারে। পলিসি হোল্ডারদের প্রদেয় টাকা ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি বিদেশী বীমা কোম্পনীর (যাদের বিনিয়োগের অংশ সর্বাধিক ৪৯ শতাংশ) সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারতবর্ষে বিনিয়োগ করতে হবে এবং বিদেশে বিনিয়োগ করা যাবে না।

এই প্রকল্পে বর্ষিক প্রিমিয়াম নির্ধারন করা হয়েছে সমস্ত রিস্ক ফ্যাক্টর্স, বর্তমান মৃত্যু হার এবং Adverse Selection বিষয়গুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে। তাই এই প্রকল্পে প্রচুর লাভের কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রকৃত পক্ষে বার্ষিক প্রিমিয়াম বাড়ানোর দাবী রয়েছে।

প্র: ২১। যখন ভারত সরকার অধীন পাবলিক সেক্টর বীমা কোম্পানিগুলি (PSGIC) এই প্রকল্পটি রূপয়িত করতে পারতো সেখানে বিদেশী কোম্পানিগুলি এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত কেন?

ভারতবর্ষে IRDA অনুমোদিত ২১টি সাধারণ বীমা সংস্থা ব্যবসা করছে। গ্রাহকদের ভাল পরিষেবা, দাম এবং প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দেবার জন্য সমস্ত কোম্পানিকে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছে। মোটের উপর এরা সবাই ভারতীয় বীমা কোম্পানী । তাদের সঙ্গে বিদেশী কোম্পানীর যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ সর্বাধিক ৪৯ শতাংশ হবে। তা হলেও PSGIC-গুলি এই প্রকল্পটির মুখ্য দায়িত্ব পালন করছে।

প্র: ২২। যদি ক্লেম সেটলড না হয় , তা হলে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে ?

কোনও বিদেশী কোম্পানী ভারতে সরাসরি ব্যবসা করে না। রেগুলেশনস অনুযায়ী কিছু বিদেশী বীমা কোম্পানী যারা যৌথ উদ্যোগে ভারতীয় কোম্পানীর সঙ্গে বীমা ব্যবসা করে তাদের বিনিয়োগের অংশ সর্বাধিক ৪৯ শতাংশ হবে। নিয়মানুযায়ী এরা ভারতীয় বীমা কোম্পানী। এইসব কোম্পানিগুলি ভারতীয় নিয়মানুযায়ী নির্দেশিত হয় এবং এদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

প্র: ২৩। প্রিমিয়ামের হার বেড়ে যেতে পারে বা বীমা কোম্পানিগুলি ভবিষ্যতে কি প্রকল্পটি বন্ধ করে দিতে পারে ?

বীমাও একটি পণ্যের মতো। ২১ টি বীমা কোম্পানীর মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য প্রিমিয়ামের হার বেড়ে যেতে পারে যদিও দাম (price) মোটামুটি স্থিতিশীল থাকা সম্ভব। এই প্রকল্পটিকে এমনভাবে রূপায়িত হয়েছে এবং Pricing-ঠিক করা হয়েছে যে ভবিষ্যতে প্রকল্পটি Viable থাকবে এবং বন্ধ হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কোনও বীমা কোম্পানী প্রকল্পটিতে অংশগ্রহণ বন্ধ করে দেয়, সে ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলির অন্য কোনও বীমা কোম্পানীর সহিত সংযুক্তিকরন সম্ভব।

****